JAN. 1 8 2001

মাধ্যমিক স্তর থেকে কম্পিউটার কোর্স বাধ্যতামূলক করা হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষানীতির প্রস্তাব

জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তর ছাড়া শিক্ষার সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক, সহপাঠ বা মৌলিক হিসাবে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষানীতির বাস্তবায়নকাল আগামী ১২ বছরে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি কোর্স

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

মাধ্যমিক স্তর *(প্রথম পাতার পর)*

কোন স্তরে কতটুকু প্রয়োজন তার দিক নির্দেশনাসহ ১৫ দফা প্রস্তাব রেখেছে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। প্রথম দফাতেই তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষা খাতকে থার্স্ট সেক্টর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী ২০১০ সালের মধ্যে দেশের সকল শিক্ষিত নাগরিক যাতে কম্পিউটার শিক্ষায় মৌলিক জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক স্তর ছাড়া শিক্ষার সর্বস্তরে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা কিভাবে, কতটুকু থাকবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তার একটি গাইডলাইন দিয়েছে। শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এই স্তর পার হলে একজন শিক্ষার্থী যে ধরনের শিক্ষাই গ্রহণ করুক কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে তাকে ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞান রাখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর প্রচলিত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পরিবর্তে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করে সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কোর্স চালু করার সুপারিশ রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের পর গ্র্যাজুয়েট লেভেলের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ চালু এবং এই বিভাগের কারিকুলামে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সরকারের বাস্তবায়নাধীন ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ চালুর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এ ছাড়া সকল সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিআইটিসমূহে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে মেধাবী ও আগ্রহীদের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদানের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী হবার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষকের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে। এই অভাব পূরণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বিদেশ থেকে চুক্তিভিত্তিক দক্ষ শিক্ষক আনা যেতে পারে বলে কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছে। এসব বিদেশী শিক্ষক দিয়ে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের অবকাঠামোও তৈরি করা যেতে পারে। পাশাপাশি প্রশিক্ষকের চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী বিশেষ কোন কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষক তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে।

দেশের শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থায় কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব ও ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই খাতটি দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনোলজি আসায় আজ যা নতুন কয়েকদিন পরেই তা পুরনো হচ্ছে এবং আরও নতুন টেকনোলজি আসছে। দ্রুত অগ্রসরমান এই খাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচী, প্রোগ্রাম প্রভৃতি নিয়মিত 'হালনাগাদ' করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এর ফলে শিল্পকারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহ একদিকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী হবে অন্যদিকে হবে লাভবান। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অভিমত হচ্ছে যে, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্পসেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংযোগ থাকা উচিত। তা ছাড়া আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মান সংরক্ষণের জন্য জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতির আওতায় মান নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বেসরকারী খাতকে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করা উচিত বলে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি মনে করে। তা ছাড়া কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য এবং এই শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য একটি বিধি বিধান প্রণয়ন করে অগ্রসর হবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে দারিদ্র্য বিমোচন করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের গুরুতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির [illegible] ব্যবহারের ওপর শিক্ষানীতিতে জোর দেয়া হয়েছে।